সমকাল

তারিখ 14 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষকসহ ৩৩ হাজার জনবল নিয়োগ হচ্ছে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শিক্ষা খাতের অন্যতম বড় প্রকল্প 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' সংশোধনীসহ পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। গতকাল শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জাতীয়করণকৃত ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম মাল্টিমিডিয়া ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

শিক্ষকসহ ৩৩ হাজার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকসহ সাড়ে ৩৩ হাজার 'অতিরিক্ত' জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সময় এক বছর বাড়ানো হয়েছে। এর আগে মূল প্রকল্পটি যখন পাস হয়, তখন মোট জনবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৪৮ হাজার। এখন নতুন করে আরও ৩৩ হাজার জনবল নিয়োগ করা হবে। ফলে এ প্রকল্পে সর্বমোট ৮১ হাজার ৫৩২ জন জনবল নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক রয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল ২০১১ সালে। তখন এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২২ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত প্রকল্পে এর ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা। পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্ধিত সময় অনুযায়ী, আগামী ২০১৭ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষ করার হবে বলে আশা করছে সরকার। উল্লিখিত প্রকল্পসহ আরও পাঁচটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে গতকালের একনেক সভায়। এর মধ্যে চারটি নতুন। একটি সংশোধিত। এতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা। অন্য প্রকল্প হচ্ছে– রংপুরে অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ভোলায় একটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন ও চুয়াডাঙ্গায় একটি শিল্প নগরী গড়ে তোলা।